রাজশাহী ফলোআপ

রাজশাহীতে কিশোরী ধর্ষণ ও ছবি তুলে প্রচার

জামায়াত নেতা গ্রেপ্তার, নেগেটিভ উদ্ধার

আনু মোস্তফা, *রাজশাহী*

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার কাঁঠাল-বাড়িয়া গ্রামে গণধর্ষণ এবং ধর্ষণের ছবি উঠানোর পর ধর্ষিতা কিশোরীর আত্মহননের ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পুলিশ গত ২২ ফেব্রুয়ারি জামায়াত নেতা কলেজ শিক্ষক জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করেছে। এই জাহাঙ্গীর কিশোরী মহিমাকে অপহরণ, ধর্ষণ ও ছবি তোলার মূল পরিকল্পনাকারী ছাত্রদল নেতা সেলিমের মামা। সেলিম তাদের বাড়িতেই থাকত। একই সঙ্গে ধর্ষণ দৃশ্যের নেগেটিভটিও পুলিশ জাহাঙ্গীরের বাড়ি থেকে ক্যামেরাসহ উদ্ধার করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঘটনার মূল হোতা ছাত্রদল নেতা সেলিমের মামা জাহাঙ্গীরকে পুলিশ ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর পাঁচানী মাঠ থেকে গ্রেপ্তার করে। জাহাঙ্গীরকে মূলত গ্রেপ্তার করা হয়েছে মামলার বাদীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তার মতে, কিশোরীর বাবা আঃ হান্নান তার মেয়ের ধর্ষণ দৃশ্যের নেগেটিভ ও ছবিগুলো ফেরত চেয়ে যখন সেলিম, ফরিদ, ফারুক ও উজ্জ্বলের বাবাসহ অন্য অভিভাবকদের কাছে ঘুরছিলেন, তখন এই জাহাঙ্গীরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুর্বৃত্তদের কাছ থেকে সেগুলো উদ্ধার করে ফেরত দেওয়ার জন্য। কিন্তু ঘটনার চার দিন পরও জাহাঙ্গীর নেগেটিভ ফেরত দিতে চায়নি অথচ তার বাড়ি থেকেই একটি নেগেটিভ উদ্ধার হয়েছে। জাহাঙ্গীরকে এই মামলার আসামি করা হতে পারে বলে পুলিশের একটি সূত্র জানায়।

উল্লেখ্য, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের আঃ হান্নানের কিশোরী মেয়ে মহিমাকে স্থানীয় ছাত্রদলের ক্যাডার-নেতারা বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে এবং প্রত্যেকের ধর্ষণের ছবি তুলে প্রচার করে। মেয়েটি শোকে-দুঃখে-লজ্জায় ১৯ ফেব্রুয়ারি বিষপান করে আত্মহত্যা করে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে পুঠিয়া কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি উজ্জ্বলকে গ্রেপ্তার করে।

মহিমার বাবা আঃ হান্নানের মতে, ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় সেলিম, ফরিদ ও ফারুকসহ ছাত্রদল নেতা উজ্জ্বলও ঘটনাস্থল বাক্কারের আখ ক্ষেতে উপস্থিত ছিল। ঘটনার শেষে উজ্জ্বল হাততালি দিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছিল, এবার ব্লু ফিল্ম দেখা যাবে। তবে সে নিজে ধর্ষণ করেছে কিনা সে ব্যাপারে হান্নান কিছু বলেননি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানান, ঘটনার সঙ্গে উজ্জ্বলের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ মিলেছে।

তবে মহিমার বাবার একটি সুর হঠাৎ করেই নমনীয় হয়ে পড়েছে। মেয়ের আত্মহননের ঘটনার পরদিন তার বাবা হান্নান ঘটনাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বলে দাবি করেছিলেন পুলিশসহ সবার সামনে। গতকাল সোমবার প্রথম আলোকে তিনি বলেছেন, 'আমি সাদাসিধে লোক। আমি রাজনীতি বুঝি না।' স্থানীয় সূত্রগুলো বলেছে, প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় হান্নানকে বলেছেন, 'ঘটনা রাজনৈতিক বলে দাবি করলে তোমার মেয়ের এই গ্লানিকর অত্যাচারের বিচার পাবে না।' একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও তাকে তেমনটা বোঝানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে হান্নানের ছেলে স্থানীয় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি সংঘের সাধারণ সম্পাদক গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমরা কী করব বুঝতে পারছি না।' কিশোরীর মা সানোয়ারা বেগমও বলেছেন, 'আমরা টানাটানির মধ্যে পড়তে চাই না, আমরা মেয়ের সম্ভ্রমহানির বিচার চাই।' এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্রদলের ক্যাডার বলে পরিচিত সেলিম, ফরিদ ও ফারুকসহ আরো কয়েকজন ক্যাডার এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত এবং উজ্জ্বল ছিল এদের নেতা। প্রায় বছর দেড়েক আগে ফরিদ কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে তিন দিন আটকে রেখে পরে ফেরত দেয়। সূত্র মতে, ছাত্রদল নেতা উজ্জ্বলের সঙ্গে কিশোরী মহিমার বাবা, চাচা এবং ভাইদের শত্রুতা মূলত রাজনৈতিক কারণেই। বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পুঠিয়া থানা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আব্বাস স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেই মামলার ৩৪নং আসামি ছিল মহিমার ভাই জাহাঙ্গীর। মামলাটি তদন্ত শেষে ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় পুলিশ চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে।

ওদিকে পুটিয়া থানা বিএনপি ও ছাত্রদল পৃথক বিবৃতিতে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে বলেছে, এদের সঙ্গে ছাত্রদল বা বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই। বিবৃতিতে দুর্বৃত্তদের আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থক বলে দাবি করা হয়। এলাকার অধিকাংশ লোকজন বলেছেন, বিএনপির এই দাবি সঠিক নয়। দুর্বৃত্তরা বিএনপি বা ছাত্রদলের বড় নেতা না হলেও ক্যাডার তো বটেই। রাজশাহী-৪ আসনের বিএনপিদলীয় সাংসদ অ্যাডভোকেট নাদিম মোস্তফা ঘটনার পরদিন কিশোরীর বাবা হান্নানের বাড়িতে যান। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সান্ত্বনা দেন। গতকাল নাদিম মোস্তফা সাংবাদিকদের বলেন, এটা একটা জঘন্য অপরাধ। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা যে দলেরই হোক, তাদের শাস্তি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছি পুলিশকে। তবে তিনি কিশোরী মহিমার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের যেকোনো তৎপরতা প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানান।

জানা গেছে, বিএনপির হাইকমান্ড পুঠিয়ার এই বর্বর ঘটনার ব্যাপারে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে দায়িত্ব দিয়েছেন সাংগঠনিক সম্পাদক সাংসদ মিজানুর রহমান মিনুকে। মিনু গতকাল বিকেলে কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামে যান এবং মহিমার বাবাসহ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি এই অমানবিক ঘটনার সুষ্ঠু বিচারে বিএনপির পক্ষ থেকে পরিবারটিকে আশ্বাস দেন। এই বর্বর ঘটনা সম্পর্কে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানান, ঘটনার বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। যাদের এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে কম-বেশি নিশ্চিত হওয়া গেছে। পলাতক আসামি সেলিম, ফরিদ ও ফারুককে গ্রেপ্তারের জোর চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান।